তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫১০

**ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোল -এর মূল্য সমন্বয়**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গতকাল ২৮ আগস্ট ২০২২ এর প্রজ্ঞাপনে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ডিজেলের ওপর আরোপণীয় সমুদয় আগাম কর হতে অব্যাহতি এবং আমদানি শুল্ক ১০% এর পরিবর্তে ৫% নির্ধারণ করার ফলে ভোক্তা পর্যায় জ্বালানি তেল ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোল -এর মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।

 আজ রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভিতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১০৯ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১০৯ টাকা/লিটার, অকটেন ১৩০ টাকা/লিটার ও পেট্রোল ১২৫ টাকা/ লিটার হবে।

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, কিছুটা কর কমানোয় জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করা হলো। বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলে আবারও সমন্বয় করা হবে।

 প্লাটস অনুসারে গত ২৬ আগস্ট ২০২২ এ ডিজেলের মূল্য ছিল ১৪৭ দশমিক ৬২ মার্কিন ডলার/ব্যারেল। সে অনুযায়ী প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য পড়ে ১২৮ দশমিক ৬১ টাকা। অর্থাৎ ১০৯ টাকা ধরে ডিজেল বিক্রয় করলে প্রতি লিটারে বিপিসির লোকসান হবে ১৯ দশমিক ৬১ টাকা।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮ হাজার ১৪ দশমিক ৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে।

#

আসলাম/রফিক/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/২২১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৯

চলচ্চিত্র, ওটিটি ও অনুদান নিয়ে অংশীজনদের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক প্রবাহ, ওটিটি প্লাটফর্ম পরিচালনা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদানসহ সংশ্লিষ্ট নানা প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক, শিল্পী ও অংশীজনদের সাথে ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

 জেনেভায় সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরে আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন চলচ্চিত্রব্যক্তিত্ব মোরশেদুল ইসলাম, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, তারিক আনাম খান, অমিতাভ রেজা চৌধুরী, এস এ হক অলীক, আফসানা মিমি, চঞ্চল চৌধুরী, মেজবাউর রহমান সুমন, সৈয়দ গাউসুল আলম প্রমুখ।

 বৈঠক শেষে তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি সিনেমা আবার দর্শকদের হলে ফিরিয়ে এনেছে। সেই সিনেমাগুলোর একটি ‘হাওয়া’। এর পরিচালকের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে। আমি বিদেশে ছিলাম, জানার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলি, সেই মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে কর্মকর্তা মামলা করেছে তাকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আইনের যদি ব্যত্যয় হয়ে থাকে তাহলে পরিচালককে নোটিশ করতে পারতো। সরাসরি কোর্টে গিয়ে মামলা করা সমীচীন হয়নি বলে আমি মনে করি।’’

 ‘শনিবারের বিকেল’ সিনেমাটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘ঢাকায় হলি আর্টিজানে যে হামলা হয়েছিলো সেই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই সিনেমাটি নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে দু’জন পুলিশ অফিসার মারা গেছেন এবং আমাদের পুলিশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জঙ্গিদের দমন করেছিল। সেন্সর বোর্ডের অভিমত, সেই বিষয়গুলো সিনেমাটিতে আসেনি। সেজন্য এই দৃশ্যগুলো সংযোজন করতে বলা হয়েছে। সেটি তারা কিছুটা করেছে বলে আমাকে জানিয়েছে কিন্তু সেটিও যথেষ্ট নয়। তারা আপিল করেছিল। আপিল কর্তৃপক্ষ সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজককে জানিয়ে দেবে কী কী সংযোজন করা প্রয়োজন। সেগুলো সংযোজন হলে আমি মনে করি এই সিনেমা রিলিজ করার ক্ষেত্রে যে সমস্যা আছে সেটি কেটে যাবে।’

 ওটিটি প্লাটফর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, ওটিটি একটি ক্রমবর্ধমান আধুনিক প্লাটফর্ম এবং বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা। আমরা এটিকে প্রমোট করতে চাই। ওটিটি প্লাটফর্ম এত বিস্তৃত, এত ব্যাপকভাবে ক্রমবর্ধমান যে এটিকে সেন্সর করা সম্ভব নয়। সেজন্য এটি একটি নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

 যারা ওটিটি প্লাটফর্ম নিয়ে কাজ করে তাদেরকে দিয়েই মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি করে দিয়েছে, সেই কমিটি কাজ করছে এবং সেই কমিটি সমস্ত অংশীজনদের সাথে আলাপ করে তারা এই নীতিমালা চূড়ান্ত করবে, জানান সম্প্রচারমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি নীতিমালা করতে চাই, যে নীতিমালা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং একইসাথে আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করবে।

 অনুদান নিয়ে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সিনেমা শিল্প নানা সংকটের মধ্য দিয়ে এখন ভালোর দিকে যাচ্ছে। আমরা বাণিজ্যিক ছবিতে অনুদান দিয়েছি কারণ সিনেমা বানিয়ে আসলে পয়সা উঠতো না, এখন উঠবে। এখন আবার দর্শক ফিরে আসছে, সিনেমা হল বাড়ছে। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে। একইসাথে আর্টফিল্মে অনুদান দেয়া প্রয়োজন। আর্টফিল্ম ব্যবসা করতে পারে না কিন্তু আর্টফিল্মের প্রয়োজন আছে।

 সিনেমা হল নির্মাণ ও সংস্কারে সরকারের হাজার কোটি টাকা ঋণ তহবিলের কথা পুনর্ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের চলচ্চিত্র ইতোমধ্যেই বিশ্ব অঙ্গনে কিছুটা জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের অনেক ছবি এখন আমেরিকা, ইউরোপে চলে।

 সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং দেশকে অপসংস্কৃতি, তরুণদের বিপথগামিতা, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি থেকে রক্ষার জন্য আসলে দেশে একটি সংস্কৃতি সুনামি দরকার বলে আমি মনে করি। সেটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের তরুণকে, নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারবো।

 চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু প্রমুখ সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিদেশে অবস্থানকালেও দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ায় আমরা মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমাদের দাবির প্রতিটি বিষয়েই অত্যন্ত ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।’

#

আকরাম/রফিক/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২২/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৮

**রাষ্ট্রপতির কাছে ইরানের রাষ্ট্রদূত ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের নিজ নিজ পরিচয় পত্র পেশ**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত Mansour Chavoshi এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত Paulo Fernando Dias Feres তাদের পরিচয় পত্র পেশ করেন।

নতুন দূতগণ বঙ্গভবনে পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অভ্‌ অনার প্রদান করে।

রাষ্ট্রপতির কাছে প্রথমে ইরানের রাষ্ট্রদূত তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। এরপর পরিচয়পত্র পেশ করেন ব্রাজিলের নতুন রাষ্ট্রদূত ।

ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা উজ্জল উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা করেন নতুন দূতের দায়িত্ব পালনকালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরো সম্প্রসারিত হবে।

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘ ও ওআইসিতে জোরালো সমর্থনের জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি ।

ব্রাজিলের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, ব্রাজিলের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী বাংলাদেশ।

দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন রাষ্ট্রপতি। ঔষধ ও তৈরিপোশাকসহ বাংলাদেশ থেকে বিশ্বমানের পণ্য আমদানি করার জন্য ব্রাজিলের নতুন রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে ইরানের ও ব্রাজিলের নতুন রাষ্ট্রদূতগণ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/রফিক/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/২০৪০ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৭

**ধানের উচ্চ উৎপাদনশীল নতুন জাত ব্রি ৮৮, ৮৯, ৯২**

**ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর চাষ দ্রুত সম্প্রসারণে কাজ চলছে**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পুরানো কম উৎপাদনশীল ধানের জাত ব্রি ২৮ ও ২৯ এর পরিবর্তে উচ্চ উৎপাদনশীল নতুন জাত ব্রি ৮৮, ৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ এর চাষ দ্রুত সম্প্রসারণে কাজ চলছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে ভবিষ্যতে দেশে আর কোনোদিন খাদ্য সংকট হবে না।

 আজ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে সেচ ভবন মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান জাতিকে বিভক্ত করে গিয়েছেন। জিয়া ছিলেন ক্ষমতালোভী। তার কোনো আদর্শ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তার চিন্তা-চেতনার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ প্রবেশ করেনি, জিয়া মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ গ্রহণও করেনি। সেজন্য জিয়া এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, দেশকে পাকিস্তানের ধারায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল।

 মন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখনও সমাজের সর্বত্র ঘাপটি মেরে আছে। তারা সুযোগ পেলেই দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। সুযোগ পেলেই তারা বলে রবীন্দ্রনাথের গান কেনো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে। তারা এখনো বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে চায়। তিনি বলেন, দেশকে ধ্বংস করার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপি জামায়াত, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও কিছু বুদ্ধিজীবী সারাদিন কামনা করছে দেশ যেন দেউলিয়া হয়ে যায়। দেউলিয়া হলে অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে- এই তাদের কামনা। কিন্তু তাদের এ স্বপ্ন পূরণ হবে না।

 ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের আহ্বায়ক সেলিম হোসেন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মিন্টু খানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতি, সংসদ সদস্য শাহাদারা মান্নান এবং কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

 এছাড়া, সারাদেশ থেকে আগত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রফিক/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৬

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 আজ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন ঢাকা সফররত মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আহমেদ খলিল।

 উভয় মন্ত্রী ২০২১ সালের মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর এবং একই বছরের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মালদ্বীপে রাষ্ট্রীয় সফরকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে অবহিত করেন। সাক্ষাৎকালে উভয়ে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় দুই দেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মালদ্বীপ সরকারের উদ্যোগে কোভিড ভ্যাক্সিন প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন মালদ্বীপে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স বাংলাদেশে প্রেরণের প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

 ড. মোমেন মালদ্বীপে বাংলাদেশি দক্ষ ডাক্তার, নার্স, টেকনেশিয়ান এবং শিক্ষকের কর্মসংস্থানের জন্য মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের সক্ষমতার বিষয়টি উল্লেখ করে মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে বলে অবহিত করেন। তিনি মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেন। দুই মন্ত্রী ভূ-রাজনৈতিক বিষয়েও মতবিনিময় করেন।

 মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মালদ্বীপের কূটনীতিকদের বাংলা ভাষা শেখার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, দুই দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে কূটনৈতিক দক্ষতা অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। ড. মোমেন মালদ্বীপের নবীন কূটনীতিকদের বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

 উল্লেখ্য, গতকাল মালদ্বীপের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউট অভ্ মালদ্বীপের ডিন আহমেদ খলিল ঢাকায় পৌঁছান। তিনি গতকাল রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আজ তিনি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম ও বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী নবীন কর্মকর্তাদের সাথেও তিনি মতবিনিময় করেন। আগামীকাল তিনি মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

#

 মোহসিন/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৫

**প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা অনুদানের চেক বিতরণ**

নওগাঁ (নিয়ামতপুর), ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তহবিল থেকে ১৮ জন দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা সহায়তার চেক পেয়েছেন। নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার অসহায়, দরিদ্র ১৮ জন নারী-পুরুষের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ হল রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চেক বিতরণ করেন মন্ত্রী।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, সরকারি খাদ্য গুদামে এখন খাদ্যশস্য মজুত আছে প্রায় বিশ লাখ মেট্রিক টন। তাই ভোক্তাদের স্বস্তি দিতেই আমরা ১ সেপ্টেম্বর থেকে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আউশ ধান বাজারে আসতে শুরু করায় দামও কমতে শুরু করেছে। কৃষক এখন আমন চাষে ব্যস্ত। আমন ধানের চাষাবাদ বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদন কতটুকু হবে তা প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। সে কারণে আমরা সতর্কতা হিসেবে ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড থেকে জিটুজি পদ্ধতিতে চাল আমদানির কাজ শুরু করেছি। সেপ্টেম্বর থেকে এ চাল দেশে আসতে শুরু করবে।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ১২টি মসজিদ ও মন্দিরের মাঝে ২ লাখ ১৬ হাজার টাকা ও তিন ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরণ, এডিপির অর্থায়নে ৫০টি মসজিদে লাশবাহী খাটিয়া বিতরণ এবং উপকারভোগীদের মাঝে ১৬০টি সেলাই মেশিন বিতরণ, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, ভাইস চেয়ারম্যান আইউব হোসাইন মন্ডল ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাদিরা বেগম।

পরে মানবাধিকার কমিশন নিয়ামতপুর শাখার সদস্যদের শপথ গ্রহণ শেষে তাদের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ করেন খাদ্যমন্ত্রী।

এর আগে মন্ত্রী নিয়ামতপুর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক উদ্বোধন শেষে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন।

#

কামাল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৪

**সব রকমের ভণ্ডামি ভুলে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে হবে**

 **--- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু অনুসৃত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং শোষিতের গণতন্ত্রের আদর্শের কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের এ দেশীয় দোসর, একাত্তরের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। একাত্তর ও পঁচাত্তরের ঘাতকরা এক ও অভিন্ন। ষড়যন্ত্রকারীরা চিহ্নিত। তারা এখনো বিভিন্নভাবে সক্রিয়। তাই সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। সব রকমের ভণ্ডামি ভুলে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে হবে।

 আজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 বুয়েটের উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর ২৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কখনো কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। তিনি গোড়া থেকেই পূর্ববাংলার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তার ৬ দফা ছিল স্বাধীনতার সেতু। তাই পাকিস্তান তা মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তান সব সময় চেয়েছে তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতার বাহিরে রাখতে। তিনি ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য বাঙালিকে তৈরি করেছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি নিরস্ত্র বাঙালিকে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছিলেন। কিন্ত তিনি এই ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তারও একটা যোক্তিকতা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে যেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে। যখনই পাকিস্তান পূর্ববাংলায় গণহত্যা শুরু করলো তখনই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এবং তখনই সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা।

 মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির বিপরীত ধারা সামরিক স্বৈরাচার, অপরাজনীতি, ধর্মকে ক্ষুদ্র ও হীনস্বার্থে ব্যবহার করার রাজনীতি। রাজনীতি একটি ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু রাজনীতির এই ভিন্ন ধারায় আদর্শিক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ যে আদের্শের রাজনীতি করে, তা উদার মানবতাবাদী, অসাম্প্রাদায়িক রাজনীতি, সেই রাজনীতির বিরোধিতা করা ভিন্ন ধারার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অর্থাৎ পুরোটাই নেতিবাচক। একটি আদর্শের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান। তাদের নিজস্ব কোনো আদর্শিক অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা নিজেদের আদর্শকে সামনে আনছেন না। কারণ মানুষ হত্যা করা ষড়যন্ত্র করা, ক্যু করা, অগ্নিসন্ত্রাস করা এগুলো কোনো আদর্শ হতে পারে না, এগুলো রাজনীতির উপাদান হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু এই অপরাজনীতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকারের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনীতি করেছেন।

#

খায়ের/পাশা/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০৩

**শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত LEE Jang-Keun আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নয়ন পার্টনার। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বর্তমানে অতীতের সকল সময়ের চেয়ে বেশি। রাষ্ট্রদূত এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর আওতাধীন Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE) এর তৃতীয় ফেইজ চালু করার আগ্রহ ব্যাক্ত করেন। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ইতোমধ্যে ১০০টি উপজেলায় UITRCE নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফেইজে ১৬০টি নির্মাণাধীন রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

খায়ের/পাশা/মোশারফ/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০২

**শেখ হাসিনার হাতেই বাংলাদেশে মানবাধিকারের সুরক্ষা**

 **- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সরকারে মানবাধিকারের সুরক্ষা একমাত্র শেখ হাসিনাই করেছেন। সাংবিধানিকভাবে যার যে আইনগত অধিকার সেটা তিনি নিশ্চিত করেছেন। মানবাধিকারের লঙ্ঘন যারা করেছে তাদের বিচার করা যাবে না এই আইন অন্যরা করেছে। তাই শেখ হাসিনার হাতেই বাংলাদেশে মানবাধিকারের সুরক্ষা।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম আয়োজিত 'রক্তাক্ত আগস্ট ও মায়ের কান্না' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা মাঠে নেমেছেন। তারা বলেন মানবাধিকার সাংঘাতিকভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছিল ১৯৭১ সালে। ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করা, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম নেয়া, জোর করে ধর্মান্তরিত করা, দেশ ত্যাগে বাধ্য করা ছিল মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘন। সেই লঙ্ঘনকারীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন করেছেন বঙ্গবন্ধু। এরপর সবচেয়ে বড় মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় বিচার শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে উল্লেখ করে শ ম রেজাউল করিম আরো যোগ করেন, ১৯৭১ সালে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে জঘন্য অপরাধ করেছে তাদের বিচার শেখ হাসিনা করেছেন। দেশের রাষ্ট্রপতি, তার স্ত্রী, শিশু পুত্র ও অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ অন্যদের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এদেশে দ্বিতীয়বার মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছিল। সেটার বিচার শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার বিচার শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে। বিডিআর হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের বিচার শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে। দেশে যত বড় বড় রাজনৈতিক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তার বিচার শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে।

১৯৭৯ সালে যেদিন পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা যাবে না এই আইন পাস করা হয়েছিল সেদিন মানবাধিকারের ফেরিওয়ালাদের ভূমিকা কি ছিল? শেখ হাসিনাকে দেশে আসতে দেওয়া হবে না যেদিন এই সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছিল সেদিন এদেশে মানবাধিকারের কথিত ফেরিওয়ালাদের ভূমিকা কি ছিল?-প্রশ্ন রাখেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সত্য উদঘাটনের ধারাবাহিক যোগসূত্রে দেখা যায় জিয়াউর রহমান পূর্বাপর সবকিছুর সাথে জড়িত। বঙ্গবন্ধু হত্যার বেনিফিশিয়ারিও তিনি। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশের বাইরে ১২টি হাইকমিশনে চাকরি দিয়েছেন। খুনিদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেছেন। এভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের পথ রুদ্ধ করার আইন করেছিলেন জিয়াউর রহমান।

বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরামের সভাপতি কবীর চৌধুরী তন্ময়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক স্বদেশ রায়, লেখক ও গবেষক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপকমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনির এবং লেখক ও গবেষক নিঝুম মজুমদার।

#

ইফতেখার/পাশা/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০১

**শিখন দক্ষতা যাচাই কার্যক্রমের শুরু করলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান রংপুর সদর উপজেলার রঘু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফকরকুঁড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়ে শিখন দক্ষতা যাচাই কার্যক্রম শুরু করেছেন।

সিনিয়র সচিব বিভিন্ন শ্রেণির শিশুদের শিখন দক্ষতা যাচাইকালে তাদের মেধা, দক্ষতা, মনোযোগ, আগ্রহ, কৌতুহল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাদের বিভিন্ন গাণিতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের সমাধান করে দেন। তিনি শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে বলেন, শিশুরা আমাদের জাতির আলোকিত আগামী, আজকের শিশু আগামীর বাংলাদেশ। তাই সমৃদ্ধ স্বদেশ গড়তে হলে শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। আর এ দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাই শিক্ষকদের নিজেকে প্রতিনিয়ত সময়ের পরিবর্তিত চাহিদানুসারে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হবে।

এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সিনিয়র সচিবের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রংপুর প্রান্তে রংপুর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা উপপরিচালক মুজাহিদুল ইসলাম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহুবুবুর/পাশা/মোশারফ/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫০০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ১২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা য়ায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩২৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৫৫ হাজার ৮৩৯ জন।

#

কবীর/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3499

**Call for scripts and screenplays for govt. funded full length movie and short film**

Dhaka, 14 Bhadra (August 29):

 To encourage talent and creativity in the film industry and to uphold the prevailing culture of Bangladesh, the Ministry of Information and Broadcasting has called for script and stories for production of government-funded full length movies and short films in the fiscal 2022-23. The government will provide fund for life oriented and artistic movies that contain the spirit of liberation war and human values.

 Package proposals from producers, directors, filmmakers, film personality or relevant professional organizations, writers and script writers should reach the Ministry of Information and Broadcasting by 4 pm on October 31.

 Detailed information regarding this is available on ministry’s website : www.moi.gov.bd.

 It may be noted that the government provides grants for 10 full length and 10 short films every year.

#

Saiful/Anasuya/Rezzakul/Sazzad/Shamim/2022/1423 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৯৮

**বঙ্গবন্ধু একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি**

 **- এনামুল হক শামীম**

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব। একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে, ততদিন অমর থাকবেন তিনি।

আজ ত্রিশালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে দৈহিকভাবে হত্যা করা হলেও তাঁর মৃত্যু নেই। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও বাঙালির হৃদয় থেকে সরাতে পারেনি। তাই তো আজও আগস্ট এলেই এই বাঙালি জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার পিতাকে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। বীরের বেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি দেশের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেন বঙ্গবন্ধু।

এনামুল হক শামীম বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। এরাই স্বাধীনতার সূতিকাগার বলে পরিচিত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে হামলা চালায় গভীর রাতে। হত্যা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেওয়া হয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দিতে সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে খুনি জিয়া চক্র। খুনিরা বিচারের পরিবর্তে পেয়ে যায় পুরস্কার।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো বিশ্বের নির্যাতিত-নিপিড়িত মানুষের নেতা। তিনি বলেছিলেন বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ শাসক আরেক ভাগ শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।

এনামুল হক আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। প্রতিটি উপজেলা শহরে থাকা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করছেন। তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছেন। পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নতুন ভবন করে দিচ্ছেন। এজন্য জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখরের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, ডিন প্রফেসর ড. আহমেদুল বারী, রেজিস্ট্রার ড. হুমায়ুন কবীর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ মাসুম হাওলাদার প্রমূখ।

#

গিয়াস/অনসূয়া/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২২/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৯৭

**আপীল বিভাগে অবকাশকালীন বিচারপতি মনোনীত**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত সাপ্তাহিক ছুটি ও বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ছুটিসহ আসন্ন কোর্টের অবকাশকালীন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের মামলা সংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত Vacation Judge হিসেবে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এবং ১ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারপতি বোরহান উদ্দিনকে মনোনীত করেছেন।

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার (আগামী ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টা থেকে Vacation Judge হিসেবে শারীরিক উপস্থিতিতে আপীল বিভাগের চেম্বার কোর্টে শুনানি গ্রহণ করবেন।

বিচারপতি বোরহান উদ্দিন সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার (আগামী ৪ ও ১১ অক্টোবর) সকাল ১১ টা থেকে Vacation Judge হিসেবে শারীরিক উপস্থিতিতে আপীল বিভাগের চেম্বার কোর্টে শুনানি গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ আজ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য জানিয়েছে।

#

সাইফুর/অনসূয়া/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২২/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৯৬

**সরকারি অনুদানে পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রস্তাব আহ্বান**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

 চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনি ও
চিত্রনাট্যের প্যাকেজ প্রস্তাব আহ্বান করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। প্রযোজক, পরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার প্রতিষ্ঠান, লেখক ও চিত্রনাট্যকারদের নিকট থেকে প্যাকেজ প্রস্তাব আগামী ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টার মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হবে।

**এ সংক্রান্ত** বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moi.gov.bd থেকে।

উল্লেখ্য, সরকার প্রতিবছর ১০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ১০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করে থাকে।

#

সাইফুল/অনসূয়া/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/শামীম/২০২২/১২১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৯৫

**শুধু বাংলাদেশ নয় বঙ্গবন্ধু বিশ্বময়**

 **- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ ভাদ্র (২৯ আগস্ট) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি ছিলো শোষিতের পক্ষে। সাম্রাজ্যবাদী ও পরাজিত শক্তি স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যায়নি, বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলা নয়, আজ সারা বিশ্বময়।

মন্ত্রী গতকাল জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) সভাপতি শেখ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় সঞ্চালনা করেন কাজী আনিস আহমেদ। অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দীল আফরোজা বেগম, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. গোলাম শাহি আলম এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির বিপরীত ধারা সামরিক স্বৈরাচার, অপরাজনীতি, ধর্মকে ক্ষুদ্র ও হীনস্বার্থে ব্যবহার করার রাজনীতি। রাজনীতি একটি ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু রাজনীতির এই ভিন্ন ধারায় আদর্শিক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়না।

দীপু মনি বলেন, আওয়ামী লীগ যে আদর্শের রাজনীতি করে, তা উদার মানবতাবাদী, অসাম্প্রাদায়িক রাজনীতি। সেই রাজনীতির বিরোধীতা করা ভিন্ন ধারার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাদের নিজস্ব কোনও আদর্শিক অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ মানুষ হত্যা করা, ষড়যন্ত্র করা, ক্যু করা, অগ্নিসন্ত্রাস করা এগুলো কোনও আদর্শ হতে পারে না, এগুলো রাজনীতির উপাদান হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু এই অপরাজনীতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকারের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনীতি করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যখন পাকিস্তান তৈরি হলো, পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বাঙালির অধিকার কখনো বাস্তবায়িত হবে না, এটি বঙ্গবন্ধু একেবারে গোড়াতেই বুঝেছিলেন। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা গোড়া থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ছিলো। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের চেহারা কেমন হবে সেটির রূপরেখা আমরা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দেখতে পাই।

#

খায়ের/অনসূয়া/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা